উন্নয়নের পাঁচ বছর

২০০৯ - ২০১৩

সড়ক বিভাগ
যোগাযোগ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
www.moc.gov.bd

৯ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মাধ্যমে গঠিত সরকার বিগত ৬ জানুয়ারি ২০০৯ তারিখে দায়িত্ব গ্রহণ করে পরবর্তী ৫ বছর কার্য পরিচালনা করে। সরকারের কর্মকাণ্ডের বিবরণ ও আর্থিক হিসাব অর্থবছর ভিত্তিক প্রণয়ন ও সংরক্ষণ করা হয়। কিন্তু সরকারের মেয়াদের সাথে সামঞ্জস্য রেখে বর্ষপঞ্জি ভিত্তিক সমন্বয় করে সড়ক বিভাগের ২০০৯ থেকে ২০১৩ মেয়াদের কর্মকাণ্ড ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হল।

প্রত্যাশিত আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের অনুকূল টেকসই, নিরাপদ ও মানসম্মত সড়ক অবকাঠামো এবং সমন্বিত আধুনিক গণপরিবহণ ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে সড়ক বিভাগ অর্পিত দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করে যাচ্ছে। সড়ক বিভাগের নিবিড় পরিবীক্ষণ ও তত্ত্বাবধানের ফলে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আওতাধীন সড়ক নেটওয়ার্কের অবস্থা ধারাবাহিকভাবে উন্নত হয়েছে এবং বর্তমানে যে কোন সময়ের তুলনায় উন্নততর। এ নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে মানুষ নির্বিঘ্নে গন্তব্যে যাতায়াত করতে পারছেন এবং পণ্য পরিবহন সহজতর হয়েছে। আধুনিক, নিরাপদ, পরিবেশ বান্ধব ও তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর সড়ক পরিবহণ ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহণ কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ) এর প্রাতিষ্ঠানিক ও কারিগরী দক্ষতা গত পাঁচ বছরে ক্রমান্বয়ে ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি করা হয়েছে এবং এ উদ্যোগ অব্যাহত আছে। উন্নত যাত্রীসেবা নিশ্চিতকরণের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহণ কর্পোরেশন (বিআরটিসি) এর বাসবহরে ৯৫৮টি বিভিন্ন ক্যাটাগরীর আধুনিক বাস সংযুক্ত করে দেশব্যাপী ও মহানগরগুলোতে রুট সংখ্যা সম্প্রসারণ করা হয়েছে। বৃহত্তর ঢাকার পরিবহণ ব্যবস্থাকে সুষ্ঠু, পরিকল্পিত, সমন্বিত ও আধুনিকায়ন করার লক্ষ্যে ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, গাজীপুর এবং নরসিংদী জেলাকে অন্তর্ভুক্ত করে ঢাকা পরিবহণ সমন্বয় কর্তৃপক্ষ (ডিটিসিএ) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। ঢাকা শহরের যানজট নিরসন এবং দ্রুত ও উন্নত যাত্রীসেবা প্রদানের নিমিত্ত MRT Line-6 (মেট্রোরেল) এর বাস্তবায়ন কাজ শুরু করা হয়েছে।

সড়ক বিভাগের আওতাধীন অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ/সংস্থাসমূহ হচ্ছেঃ

- সড়ক ও জনপথ (সওজ) অধিদপ্তর
- বাংলাদেশ সড়ক পরিবহণ কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ)
- বাংলাদেশ সড়ক পরিবহণ কর্পোরেশন (বিআরটিসি)
- ঢাকা পরিবহণ সমন্বয় কর্তৃপক্ষ (ডিটিসিএ)

সড়ক বিভাগ

❖ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, ২০১২ এর কর্মপরিকল্পনা অনুসরণে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এতে জনগণের হয়রানি ও দুর্ভোগ ব্যাপকভাবে হ্রাস পেয়েছে। উত্তম চর্চার মাধ্যমে মাননীয় মন্ত্রী ও সচিব পর্যায়ে যে কোন নথিতে ২৪ ঘন্টার মধ্যে সিদ্ধান্ত প্রদানের চর্চাও সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

❖ নতুন আঙ্গিকে ২০১২ সাল হতে সড়ক বিভাগের একটি সমৃদ্ধ ওয়েবসাইট এ বিভাগের আইসিটি ইউনিটের জনবল দ্বারা চালু করা হয়েছে, যা প্রতিনিয়ত হালনাগাদ করা হয়। এতে পারস্পরিক তথ্য আদান প্রদানের সুযোগ রয়েছে।

❖ সড়ক বিভাগের ওয়েবসাইটে মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ নিজস্ব User Name ও Password দিয়ে প্রবেশ করে তার আওতাধীন ক্ষতিগ্রস্থ সড়ক ও সেতুর ছবিসহ প্রতিবেদন প্রকাশ করেন। পরবর্তীতে গৃহীত ব্যবস্থার তথ্যাদিও ছবিসহ নিয়মিত হালনাগাদ করে থাকেন। কেন্দ্রীয়ভাবে এ কার্যক্রম অনলাইনে মনিটরিং করা হয়ে থাকে।

❖ সড়ক বিভাগের ওয়েবসাইটে অথবা ফেসবুক পেইজে গিয়ে যে কেউ সড়ক বিভাগ এবং অধিনস্থ অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ/সংস্থার কর্মকান্ড এবং সড়ক নেটওয়ার্ক সম্পর্কে মতামত বা পরামর্শ ছবিসহ দিতে পারেন। প্রাপ্ত মতামত বা পরামর্শ অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে খতিয়ে দেখে পুনরায় মতামত প্রদানকারীকে অনলাইনেই জানিয়ে দেয়া হয়।

❖ সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের সড়ক নেটওয়ার্কের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ এবং রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত কাজের নিবিড় তদারকির জন্য ২১টি মনিটরিং টিম কাজ করছে। মনিটরিং টিমসমূহ স্ব স্ব এলাকার সড়ক নেটওয়ার্কের কাজ সরজমিনে পরিদর্শন করে নির্ধারিত ছকে ছবিসহ প্রতিবেদন দাখিল করছেন। টিমের সকল প্রতিবেদন ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়। ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন অবলোকন করে মাঠ পর্যায়ে কর্মরত কর্মকর্তাগণ প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন এবং ছবিসহ কর্মকান্ডের অগ্রগতি আপলোড করেন। টিম তৎপ্রেক্ষিতে কোন পর্যবেক্ষণ থাকলে পুনরায় মাঠ পর্যায়কে অবহিত করেন। এতে অনলাইন মনিটরিং এর সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এভাবে মনিটরিং করায় বর্তমানে মানুষ নিরাপদ ও নির্বিঘ্নে গন্তব্যে যাতায়াত করতে পারছেন।

❖ সড়ক বিভাগ Central Procurement Technical Unit (CPTU) এর e-GP User Access ব্যবহার করে নির্দিষ্ট আর্থিক সীমার মধ্যে ক্রয় কার্যক্রম অনলাইনে সম্পাদন করছে। ২ জুন ২০১১ ই-জিপি পোর্টাল চালুর পর থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৩ পর্যন্ত সর্বমোট ৯৫২টি দরপত্র ই-জিপি'র মাধ্যমে প্রক্রিয়াকরণ করা হয়েছে।

❖ সমন্বিত বহুমাধ্যমভিত্তিক পরিবহন সেবা সংক্রান্ত ওয়েব পোর্টাল প্রস্তুতের লক্ষ্যে A2I প্রকল্পের সার্ভিস ইনোভেশন ফান্ডের সহায়তায় 'ডেভেলপমেন্ট অফ মাল্টিমোডাল ট্রান্সপোর্ট ওয়েব পোর্টাল উইথ মোবাইল ইন্টার‍্যাক্টিভিটি' শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন আছে। এ পোর্টাল ব্যবহার করে জনগণ সড়কপথ, আকাশপথ, নৌ-পথ এবং রেলপথের টিকেট বুকিং, টিকেট ক্রয়, রুট ইত্যাদি সম্পর্কিত সেবা সহজেই গ্রহণ করতে পারবেন।

❖ দেশব্যাপী ছড়িয়ে থাকা সড়ক বিভাগের আওতাধীন ৪টি প্রতিষ্ঠানের ভূমি ও স্থাপনার রেকর্ড সংরক্ষণ এবং সুষ্ঠু সম্পত্তি ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে 'সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যার' প্রস্তুত করা হয়েছে।

❖ ট্যাক্সিক্যাব সর্ভিস গাইড লাইন-২০১০, মোটরযানের এক্সেল লোড কেন্দ্র পরিচালনা সংক্রান্ত নীতিমালা-২০১২, ঢাকা পরিবহণ সমন্বয় কর্তৃপক্ষ আইন-২০১২, সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ তহবিল বোর্ড আইন-২০১৩ এবং জাতীয় সমন্বিত বহুমাধ্যমভিত্তিক পরিবহণ নীতিমালা-২০১৩ প্রণয়ন ও জারী করা হয়েছে।

❖ সড়ক পরিবহণ আইন, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহণ কর্তৃপক্ষ আইন, মেট্রোরেল আইন, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের ভূমি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা এবং টোল নীতিমালা এর খসড়া চূড়ান্ত করা হয়েছে।

❖ সড়ক বিভাগের একটি লাইব্রেরী রয়েছে। যেকোন স্থান থেকে তাৎক্ষণিক তথ্য প্রাপ্তির সুবিধার্থে সড়ক বিভাগের ওয়েবসাইটেও একটি ডিজিটাল লাইব্রেরী আছে।

❖ আন্তঃদেশীয় ও আঞ্চলিক সংযোগ স্থাপন ও উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ নিম্নোক্ত উদ্যোগগুলোর সাথে সম্পৃক্ত হয়ে সড়ক নেটওয়ার্কের উন্নয়ন করছেঃ

- Asian Highway Network
- South Asian Sub-regional Economic Cooperation (SASEC) Road Corridors
- Bangladesh-China-India-Myanmar (BCIM) Economic Corridors
- Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation (BIMSTEC) Road Corridors
- South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC) Highway Corridors

- ❖ সড়ক বিভাগ ও এর আওতাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে অভ্যন্তরীণ, দেশীয় ও বৈদেশিক প্রশিক্ষণ নিয়মিত প্রদান করা হয়। বৈদেশিক প্রশিক্ষণ শেষে সকল কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ লব্ধ জ্ঞান সম্পর্কে অবহিত করার জন্য নিয়মিত ডি-ব্রিফিং সেশনের আয়োজন করা হয়।

- ❖ এইচআইভি ও এইডস প্রতিরোধ বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২৪ অক্টোবর ২০১৩ তারিখ সড়ক বিভাগে একটি এডভোকেসি সভা করা হয়েছে।

- ❖ কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ প্রাত্যহিক দাপ্তরিক কাজের পাশাপাশি বিভিন্ন মানবিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে থাকেন। এরই ধারাবাহিকতায় সাভারের রানা প্লাজা দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্তদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কার্যক্রমে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে একদিনের বেতনের অর্থ প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে প্রদান করা হয়েছে।

- ❖ সহকর্মীর কর্মস্থল পরিবর্তনে সড়ক বিভাগ থেকে বিদায় সম্বর্ধনা প্রদানের রীতি চালু করা হয়েছে। এতে সহকর্মীদের মাঝে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ ও সহমর্মিতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

- ❖ সড়ক বিভাগের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী বাস্তবায়নের সক্ষমতা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০০৮-২০০৯ অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর বাস্তবায়নের হার ছিল ৮৬.৬৭%। ২০১২-২০১৩ অর্থবছরে এ হার ৯৯.৫৯% এ উন্নীত হয়, যা সড়ক বিভাগের ইতিহাসে সর্বোচ্চ।

- ❖ সড়ক বিভাগ বাংলাদেশে প্রথমবারের মত নিম্নোক্ত প্রকল্প/কর্মসূচী/কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে:

    - ২০ বছর মেয়াদী রোড মাস্টার প্ল্যান
    - মোটরযানের কর ও ফি অনলাইন ব্যাংকিং এর মাধ্যমে আদায়
    - ডিজিটাল স্মার্টকার্ড ড্রাইভিং লাইসেন্স
    - রেট্রো-রিফ্লেক্টিভ নাম্বারপ্লেট, রেডিও ফ্রিক্যুয়েন্সি আইডেনটিফিকেশন (আরএফআইডি) ট্যাগ ও ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট
    - বিআরটিসি বাসে ই-টিকেটিং সিস্টেম
    - আর্টিকুলেটেড বাস সার্ভিস
    - হযরত শাহজালাল (রঃ) আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর হতে গাজীপুর পর্যন্ত Bus Rapid Transit (BRT)
    - উত্তরা ৩য় ফেইজ থেকে বাংলাদেশ ব্যাংক পর্যন্ত Mass Rapid Transit (MRT) Line-6 (মেট্রোরেল)
    - ই-টিকেটিং ক্লিয়ারিং হাউজ
    - হযরত শাহজালাল (রঃ) আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর হতে ঝিলমিল পর্যন্ত Bus Rapid Transit (BRT) Line-3

সড়ক ও জনপথ (সওজ) অধিদপ্তর

সারাদেশে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আওতায় বিভিন্ন শ্রেণীর প্রায় ২১ হাজার ৫৭১ কিলোমিটার সড়ক রয়েছে। তন্মধ্যে জাতীয় মহাসড়ক ৩ হাজার ৫৭০ কিলোমিটার, আঞ্চলিক মহাসড়ক ৪ হাজার ৩২৩ কিলোমিটার এবং জেলা সড়ক ১৩ হাজার ৬৭৮ কিলোমিটার। এ সকল সড়কের বিভিন্ন স্থানে ৪ হাজার ৫০৭টি ব্রীজ, ১৩ হাজার ৭৫১টি কালভার্ট ও ৫০টি ঘাটে ফেরীসার্ভিস চালু রয়েছে।

উন্নয়ন খাতে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডঃ

❖ ২০০৯ থেকে ২০১৩ মেয়াদে মোট ১৩৬টি নতুন উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। একই সময়ে ৯৩টি প্রকল্প সফলতার সাথে সমাপ্ত করা হয়েছে। বিবরণী নিম্নরূপ:

সাল	চলমান	নতুন গৃহীত	সমাপ্ত
২০০৯	১০০	১৫	২০
২০১০	৯৮	২৪	১৯
২০১১	১০৩	৫২	১৩
২০১২	১৫২	২৯	১৬
২০১৩	১৪৪	১৬	২৫

মোট ১৩টি প্রকল্প বিভিন্ন কারণে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী থেকে বাদ দেয়া হয়েছে।

❖ ২০০৯ থেকে ২০১৩ মেয়াদে উন্নয়ন খাতের আওতায় বাস্তবায়িত উন্নয়ন কাজের সংক্ষিপ্তসার:

সাল	নতুন নির্মাণ (কিলোমিটার)	৪-লেনে উন্নীতকরণ (কিলোমিটার)	পুনঃনির্মাণ, প্রশস্তকরণ ও মজবুতিকরণ (কিলোমিটার)	সার্ফেসিং (কিলোমিটার)	কনক্রিট সেতু নির্মাণ (মিটার)	আরসিসি কালভার্ট নির্মাণ (মিটার)
২০০৯	২১৫.০৮	-	৫২৩.৮৫	৫৫৪.৬৫	৪৪৭৩.২৫	৫০২৮.৭০
২০১০	৩৪৮.৬৬	-	৮৪৯.২১	৮৯৯.১৩	৭২৫১.৪৫	৮১৫১.৮৮
২০১১	২৭৩.১০	০৮.০০	৬৯৪.৭০	৭৭২.৯১	১২৭২১.২৬	২২৮৮.৮৪
২০১২	৩০.৫০	১৬.০০	৫১২.৯৩	২৩৭১.৮০	৪৫৪৬.৬৮	৫১২৯.৯৮
২০১৩	৩৯৮.২৫	৪৫.৫০	৫৯০.৩৯	১০৬২.৩৪	১৪৪২৭.০২	২৯১৯.৭৩
মোট	**১২৬৫.৫৯**	**৬৯.৫০**	**৩১৭১.০৮**	**৫৬৬০.৮৩**	**৪৩৪১৯.৬৬**	**২৩৫১৯.১৩**

❖ গত পাঁচ বছরে ৯৩টি প্রকল্প সমাপ্ত করা হয়েছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য সড়কগুলো হলঃ

- ২.৮৬ কিলোমিটার দীর্ঘ আখাউড়া শহর বাইপাস সড়ক
- ৮.০ কিলোমিটার দীর্ঘ বনানী-মাটিডালী (বগুড়া ষ্টেশন রোডসহ) সড়ক ৪ লেনে উন্নীতকরণ
- ৪৩৫ মিটার দীর্ঘ রেল ওভারব্রীজসহ ৩.২ কিলোমিটার দীর্ঘ কালিয়াকৈর বাইপাস সড়ক নির্মাণ
- ৩৪ কিলোমিটার দীর্ঘ কুমিল্লা-পালপাড়া-বুড়িচং-ব্রাহ্মণপাড়া-মীরপুর সড়ক নির্মাণ
- ২৮.০০ কিলোমিটার দীর্ঘ শিবপুর-দুলালপুর-লাকপুর-হাতিরদিয়া সড়ক উন্নয়ন

- ২৫.৫ কিলোমিটার দীর্ঘ ফেনী-পরশুরাম-বিলোনিয়া সড়ককে আঞ্চলিক মহাসড়কে উন্নীতকরণ
- ৫৭.০০ কিলোমিটার দীর্ঘ পাগলাপীর-ডালিয়া-তিস্তা ব্যারেজ সড়ক উন্নয়ন
- ১৩.০০ কিলোমিটার কাশীনাথপুর-কাজিরহাট সড়ক উন্নয়ন
- ১৯.৫০ কিলোমিটার দীর্ঘ ইলিয়টগঞ্জ-মুরাদনগর-রামচন্দ্রপুর-শ্রীকাইল-নবীপুর সড়ক উন্নয়ন
- ৮.০০ কিলোমিটার দীর্ঘ নারায়নগঞ্জ সংযোগ সড়ক ৪ লেনে উন্নীতকরণ
- ৫৮.৪০ কিলোমিটার দীর্ঘ লালমাই-লাকসাম-মাইজদী সড়ক উন্নয়ন
- ৩৪.০০ কিলোমিটার দীর্ঘ বাঘাইহাট-মাসালং-সাজেক সড়ক নির্মাণ
- ৫৩.১০ কিলোমিটার দীর্ঘ পঞ্চগড়-তেঁতুলিয়া-বাংলাবান্ধা জাতীয় মহাসড়ক পুনঃনির্মাণ
- ২৬.৩০ কিলোমিটার দীর্ঘ বোদা-দেবীগঞ্জ আঞ্চলিক মহাসড়ক পুনঃনির্মাণ
- ১৬.০০ কিলোমিটার দীর্ঘ নবীনগর-ডিইপিজেড-চন্দ্রা মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ

❖ সমাপ্ত উল্লেখযোগ্য সেতুগুলো হলঃ

- ঢাকা-মাওয়া জাতীয় মহাসড়কে বুড়িগঙ্গা নদীর উপর ৭০৮ মিটার দীর্ঘ শহীদ বুদ্ধিজীবি সেতু (৩য় বুড়িগঙ্গা সেতু) নির্মাণ
- ঢাকা-সিলেট জাতীয় মহাসড়কে শীতলক্ষ্যা নদীর উপর ১০৭২ মিটার দীর্ঘ সুলতানা কামাল সেতু (২য় শীতলক্ষ্যা সেতু) নির্মাণ
- চট্টগ্রাম-কক্সবাজার জাতীয় মহাসড়কে কর্ণফুলী নদীর উপর ৯৫০ মিটার দীর্ঘ হযরত শাহ আমানত (রহঃ) সেতু নির্মাণ
- ঢাকা-বরিশাল-পটুয়াখালী মহাসড়কে কীর্তনখোলা নদীর উপর ১৩৯০ মিটার দীর্ঘ শহীদ আব্দুর রব সেরনিয়াবাত (দপদপিয়া) সেতু নির্মাণ
- রংপুর-কুড়িগ্রাম জাতীয় মহাসড়কে তিস্তা নদীর উপর ৭৫০ মিটার দীর্ঘ তিস্তা সেতু নির্মাণ
- চিম্বুক-রুমা সড়কে সাঙ্গু নদীর উপর ২১৭.১৫ মিটার দীর্ঘ রুমা সেতু নির্মাণ
- চিম্বুক-থানচি সড়কে সাঙ্গু নদীর উপর ২১৬.৪৪ মিটার দীর্ঘ থানচি সেতু নির্মাণ
- উল্লাপাড়া-বেলকুচি সড়কে করতোয়া নদীর উপর ৩৪৭.২৯ মিটার দীর্ঘ সোনতলা সেতু নির্মাণ
- পিরোজপুর-ইন্দুরকানি সড়কে বলেশ্বর নদীর উপর ৩৮৭.৩১ মিটার দীর্ঘ শহীদ শেখ ফজলুল হক মনি সেতু নির্মাণ
- সাদুল্লাপুর (মাদারগঞ্জ) - পীরগঞ্জ - নবাবগঞ্জ সড়কে করতোয়া নদীর উপর ৩০৩.৩২ মিটার দীর্ঘ ওয়াজেদ মিয়া সেতু নির্মাণ
- কক্সবাজার জেলার খুরুস্কুল-চৌফলদন্ডী-ঈদগাঁও সড়কে চৌফলদন্ডী চ্যানেলের উপর ৩৪৭.৪৬ মিটার দীর্ঘ চৌফলদন্ডী সেতু নির্মাণ
- আরিচা-ঘিওর-টাঙ্গাইল সড়কের এলাসিন নামক স্থানে ধলেশ্বরী নদীর উপর ৫১৫.১২ মিটার দীর্ঘ এলাসিন সেতু নির্মাণ
- বকশীগঞ্জ-সানন্দাবাড়ী-চররাজিবপুর সড়কে জিঞ্জিরাম নদীর উপর ২৯৯ মিটার দীর্ঘ সানন্দাবাড়ী সেতু নির্মাণ
- গৌরনদী-আগৈলঝড়া-পয়সারহাট-কোটালীপাড়া-গোপালগঞ্জ সড়কে ১১১.৩২ মিটার দীর্ঘ ২য় পয়সারহাট সেতু নির্মাণ
- কুমিল্লা-বুড়িচং-ব্রাহ্মণপাড়া-মিরপুর সড়কে গোমতী নদীর উপর ১৫৬ মিটার দীর্ঘ পালপাড়া সেতু নির্মাণ

❖ সমাপ্ত উল্লেখযোগ্য ফ্লাইওভার/ওভারপাসগুলো হলঃ

- টঙ্গী-কালিগঞ্জ-ঘোড়াশাল-পাঁচদোনা সড়কে টঙ্গী রেল ক্রসিং-এ ৫৫০ মিটার দীর্ঘ শহীদ আহসান উল্লাহ মাস্টার উড়াল সেতু নির্মাণ
- চট্টগ্রাম বিমান বন্দর সড়কে ১৪২০ মিটার দীর্ঘ বন্দর সংযোগ উড়াল সেতু নির্মাণ
- বনানী-এয়ারপোর্ট রোডে বনানী রেল ক্রসিং-এ ৮০৪ মিটার দীর্ঘ রেলওয়ে ওভারপাস নির্মাণ
- মিরপুর-এয়ারপোর্ট রোডে ১৭৯৫ মিটার দীর্ঘ রাষ্ট্রপতি জিল্লুর রহমান ফ্লাইওভার নির্মাণ

❖ সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আওতায় ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে বাস্তবায়নাধীন উল্লেখযোগ্য প্রকল্পগুলো হল:

মেগা প্রকল্প:

- ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের দাউদকান্দি হতে চট্টগ্রাম সিটি গেইট পর্যন্ত ১৯২.৩০ কিলোমিটার দীর্ঘ সড়ক ৪–লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্প
- জয়দেবপুর-ময়মনসিংহ মহাসড়কের জয়দেবপুর চৌরাস্তা হতে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ মোড় পর্যন্ত ৮৮.১৮ কিলোমিটার দীর্ঘ সড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্প
- ধীরগতি সম্পন্ন যানবাহনের জন্য আলাদা লেনের সংস্থানসহ জয়দেবপুর হতে এলেঙ্গা পর্যন্ত ৭০ কিলোমিটার দীর্ঘ সড়ক ৪ লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্প
- ঢাকা-চট্টগ্রাম জাতীয় মহাসড়কে ৪-লেন বিশিষ্ট ৩৯৬.৫০ মিটার দীর্ঘ ২য় কাঁচপুর, ৯৩০ মিটার দীর্ঘ ২য় মেঘনা ও ১৪১০ মিটার দীর্ঘ ২য় গোমতী সেতু নির্মাণ প্রকল্প
- হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর হতে গাজীপুর পর্যন্ত Bus Rapid Transit (BRT) প্রকল্প
- নারায়ণগঞ্জ জেলার মদনপুর-বন্দর-মুক্তারপুর সড়কে ১২৯০ মিটার দীর্ঘ ৩য় শীতলক্ষ্যা সেতু নির্মাণ প্রকল্প
- বরিশাল-পটুয়াখালী সড়কে পায়রা নদীর উপর ১৪৭০ মিটার দীর্ঘ পায়রা সেতু (লেবুখালী সেতু) নির্মাণ প্রকল্প
- মাদারীপুর-শরিয়তপুর-চাঁদপুর সড়কে আড়িয়াল খাঁ নদীর উপর ৬৯৪.৩৬ মিটার দীর্ঘ ৭ম বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সেতু (আচমত আলী খান সেতু) নির্মাণ প্রকল্প
- ঢাকা-সিলেট ও ঢাকা বাইপাস জাতীয় মহাসড়কের সংযোগ স্থলে ৬৩১.১৬মিটার দীর্ঘ ৪ লেন বিশিষ্ট ভুলতা ফ্লাইওভার নির্মাণ প্রকল্প

গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প:

- চট্টগ্রাম-কক্সবাজার জাতীয় মহাসড়কে কর্ণফুলী নদীর উপর ৯৫০ মিটার দীর্ঘ হযরত শাহ আমানত (রহঃ) সেতু নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় বহদ্দারহাট থেকে ত্রিমোহনী পর্যন্ত ৮.০০ কিলোমিটার এপ্রোচ সড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ
- পটুয়াখালী-কুয়াকাটা সড়কে শহীদ শেখ কামাল, শহীদ শেখ জামাল ও শহীদ শেখ রাসেল সেতু নির্মাণ প্রকল্প

- পিরোজপুর-গোপালগঞ্জ সড়ক উন্নয়নসহ শেখ লুৎফর রহমান সেতুর অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ প্রকল্প
- যাত্রাবাড়ী-কাঁচপুর সড়ক ৮-লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্প
- কিশোরগঞ্জ-করিমগঞ্জ-চামড়াঘাট-মিঠামইন সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প
- বাজিতপুর-অষ্টগ্রাম সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প
- ইটনা-বড়ইবাড়ী-চামড়াঘাট সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প
- রংপুর বিভাগীয় শহরে অবস্থিত সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আওতাধীন সড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্প
- ইস্টার্ণ বাংলাদেশ ব্রীজ ইম্প্রুভমেন্ট প্রজেক্ট
- সিলেটে সুরমা নদীর উপর কাজীরবাজার সেতু নির্মাণ প্রকল্প
- অক্সিজেন-হাটহাজারী সড়ক প্রশস্তকরণ প্রকল্প
- লেবুখালী-দুমকি-বগা-গলাচিপা-আমড়াগাছিয়া সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প
- টুঙ্গীপাড়া-কোটালীপাড়া সড়ক নির্মাণ প্রকল্প
- টেকেরহাট, টুমচর ও আঙ্গারিয়া সেতু নির্মাণ প্রকল্প
- সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের সড়ক নেটওয়ার্কভুক্ত অসমাপ্ত সেতু সমাপ্তকরণ প্রকল্প
- ঝালকাঠি জেলায় বিষখালী নদীর উপর ২১৭.৬৮ মিটার দীর্ঘ আমুয়া সেতু নির্মাণ প্রকল্প
- কুমিল্লা শহরের শাসনগাছায় ৬৩১.৫০ মিটার দীর্ঘ রেলওয়ে ওভারপাস নির্মাণ প্রকল্প
- ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরের মৌড়াইলে ৭০৩.৫৮ মিটার দীর্ঘ রেলওয়ে ওভারপাস নির্মাণ প্রকল্প

❖ বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প

- ২৪ কিলোমিটার দীর্ঘ কক্সবাজার-টেকনাফ মেরিন-ড্রাইভ (২য় পর্যায়: ইনানি থেকে সিলখালী পর্যন্ত) প্রকল্প
- পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে ৬টি সড়ক নির্মাণ/উন্নয়ন প্রকল্প
- জয়দেবপুর-ময়মনসিংহ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (প্যাকেজ W1-I ও W1-II)
- মানিকদিবাজার-সিগন্যাল গেইট-আইএসএসবি সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প
- চিম্বুক-রুমা সড়কে সাঙ্গু নদীর উপর ২১৭.১৫ মিটার রুমা সেতু এবং মোট ৮৩.৯১ মিটার দীর্ঘ ৪টি সেতু নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় অতিরিক্ত ৩৭.৯২ মিটার সেতু ও ২.৫০ কিলোমিটার সড়ক নির্মাণ

❖ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০০৯ থেকে ২০১৩ মেয়াদে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট ৫০টি প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছেন। তম্মধ্যে ২৩টি পূর্ণ এবং ৫টি আংশিক প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নাধীন আছে। অবশিষ্ট প্রতিশ্রুতিগুলোর মধ্যে পরিকল্পনা কমিশনে ১৬টি পূর্ণ এবং ৩টি আংশিক প্রতিশ্রুতি প্রক্রিয়াধীন আছে। সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরে ২টি পূর্ণ এবং ২টি আংশিক প্রতিশ্রুতি প্রক্রিয়াধীন আছে। প্রাইভেট পাবলিক পার্টনারশীপ পদ্ধতিতে বাস্তবায়নের জন্য ১টি প্রতিশ্রুতি পিপিপি সেলে প্রক্রিয়াধীন আছে। বাস্তবায়নাধীন উল্লেখযোগ্য প্রকল্পগুলো হলঃ

- জয়দেবপুর-ময়মনসিংহ মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ
- পটুয়াখালী-কুয়াকাটা সড়কে শহীদ শেখ কামাল, শহীদ শেখ জামাল ও শহীদ শেখ রাসেল সেতু নির্মাণ প্রকল্প

- বরিশাল-পটুয়াখালী জাতীয় মহাসড়কে পায়রা নদীর উপর লেবুখালী সেতু নির্মাণ
- রাজাপুর-কাঠালিয়া-বামনা-পাথরঘাটা সড়কে বিষখালী নদীর উপর আমুয়া সেতু নির্মাণ
- সুনামগঞ্জ-মদনপুর-দিরাই-শাল্লা-আজমিরিগঞ্জ-হবিগঞ্জ আঞ্চলিক মহাসড়ক নির্মাণ
- খুলনা-সাতক্ষীরা আঞ্চলিক মহাসড়ক সংস্কার
- হবিগঞ্জ-লাখাই-সরাইল-নাসিরনগর আঞ্চলিক মহাসড়কে বলভদ্র নদীর উপর সেতু নির্মাণ
- ব্রাহ্মণবাড়ীয়া শহরের মৌরাইলে রেলওয়ে ওভারপাস নির্মাণ
- নেত্রকোণা (মোহনগঞ্জ)-ধর্মপাশা-জামালগঞ্জ-সুনামগঞ্জ-সিলেট সড়ক উন্নয়ন (নেত্রকোণা অংশ)
- সুনামগঞ্জ-পাগলা-জগন্নাথপুর-রানীগঞ্জ-আউশকান্দি সড়ক আঞ্চলিক মহাসড়কে উন্নয়ন
- নারায়ণগঞ্জ সদর ও বন্দর উপজেলার মধ্যে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে তৃতীয় শীতলক্ষ্যা সেতু নির্মাণ
- নালিতাবাড়ী-হালুয়াঘাট-ধোবাউড়া-দুর্গাপুর সীমান্ত সড়ক নির্মাণ
- গল্লামারী-বটিয়াঘাটা-দাকোপ-নলিয়ান সড়ক নির্মাণ

❖ ২০০৯ থেকে ২০১৩ মেয়াদে মোট ১৬টি বৈদেশিক সহায়তাপুষ্ট প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। তন্মধ্যে ৫টি কারিগরী সহায়তা প্রকল্প ও ১১টি বিনিয়োগ প্রকল্প। বাস্তবায়নাধীন উল্লেখযোগ্য প্রকল্পগুলো হলঃ

- ধীরগতি সম্পন্ন যানবাহনের জন্য আলাদা লেনের সংস্থানসহ জয়দেবপুর হতে এলেঙ্গা পর্যন্ত ৭০ কিলোমিটার দীর্ঘ সড়ক ৪ লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্প
- ঢাকা-চট্টগ্রাম জাতীয় মহাসড়কে ৪-লেন বিশিষ্ট ৩৯৬.৫০ মিটার দীর্ঘ ২য় কাঁচপুর, ৯৩০ মিটার দীর্ঘ ২য় মেঘনা ও ১৪১০ মিটার দীর্ঘ ২য় গোমতী সেতু নির্মাণ প্রকল্প
- হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর হতে গাজীপুর পর্যন্ত Bus Rapid Transit (BRT) প্রকল্প
- ইস্টার্ণ বাংলাদেশ ব্রীজ ইম্প্রুভমেন্ট প্রজেক্টের আওতায় মোট ১১৮টি সেতু নির্মাণ
- নারায়ণগঞ্জ জেলার মদনপুর-বন্দর-মুক্তারপুর সড়কে ১২৯০ মিটার দীর্ঘ ৩য় শীতলক্ষ্যা সেতু নির্মাণ প্রকল্প
- বরিশাল-পটুয়াখালী সড়কে পায়রা নদীর উপর ১৪৭০ মিটার দীর্ঘ পায়রা সেতু (লেবুখালী সেতু) নির্মাণ প্রকল্প
- মাদারীপুর-শরিয়তপুর-চাঁদপুর সড়কে আড়িয়াল খাঁ নদীর উপর ৬৯৪.৩৬ মিটার দীর্ঘ ৭ম বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সেতু (আচমত আলী খান সেতু) নির্মাণ প্রকল্প
- চট্টগ্রাম-কক্সবাজার জাতীয় মহাসড়কে কর্ণফুলী নদীর উপর ৯৫০ মিটার দীর্ঘ হযরত শাহ আমানত (রহঃ) সেতু নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় বহদ্দারহাট থেকে ত্রিমোহনী পর্যন্ত ৮.০০ কিলোমিটার এপ্রোচ সড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ

অনুন্নয়ন খাতে উন্নয়ন কর্মকান্ড:

❖ সড়ক খাতে সরকারের প্রাধিকার হচ্ছে বিদ্যমান সড়ক মেরামত, সংরক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে যান চলাচলের জন্য যথোপযুক্ত রাখা। ২০০৯ থেকে ২০১৩ মেয়াদে অনুন্নয়ন খাতের আওতায় বাস্তবায়িত কাজের সংক্ষিপ্তসার:

সাল	কার্পেটিংসহ সীলকোট (কিলোমিটার)	মেরামত ও সীলকোট (কিলোমিটার)	ডিবিএসটি (কিলোমিটার)	ওভারলে (কিলোমিটার)	সেতু পুনঃনির্মাণ (সংখ্যা)	কালভার্ট পুনঃনির্মাণ (সংখ্যা)
২০০৯	৬৯০.৭২	১০২১.৪৯	৩০০.৪৬	১৮৫.৮৪	৪	৮১
২০১০	৫৫৮.৪১	১৩৫৭.৭৫	৩৬৭.২৭	৩২০.৯২	৮	১০৬
২০১১	৬১২.৯১	১৫৬৪.১২	১৭৯.১৫	৪৩৪.১৫	১০	১১৭
২০১২	৭২১.০০	১২৪৬.৪৯	৯০.৪৪	৩৪২.৬১	৯	১১০
২০১৩	৭৮৪.৪৭	২২৮৫.১৭	১৩৮.৫৯	১১০৫.০৭	১৪	১৬৩
মোট	**৩৩৬৭.৪১**	**৭৪৭৫.০২**	**১০৭৫.৯১**	**২৩৮৮.৫৯**	**৪৫**	**৫৭৭**

❖ সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বে ১৩টি প্রকল্প সড়কখাতে বাস্তবায়নের জন্য চিহ্নিত করা হয়েছে। তম্মধ্যে অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি নিম্নোক্ত প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নে নীতিগত অনুমোদন প্রদান করেছেঃ

- জয়দেবপুর-দেবগ্রাম-ভুলতা-মদনপুর সড়ক (ঢাকা বাইপাস) ৪-লেনে উন্নীতকরণ
- হেমায়েতপুর-সিঙ্গাইর-মানিকগঞ্জ সড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ
- যাত্রাবাড়ী-সুলতানা কামাল সেতু-ডেমরা-তারাবো সড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ
- ঢাকা-চট্টগ্রাম এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ

জয়দেবপুর-দেবগ্রাম-ভুলতা-মদনপুর সড়ক (ঢাকা বাইপাস) ৪-লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্পের ট্রানজেকশন এ্যাডভাইজার নিয়োগ করা হয়েছে। সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের মাধ্যমে ঢাকা-চট্টগ্রাম এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণের লক্ষ্যে ভৌত সমীক্ষা কার্যক্রম ও বিস্তারিত ডিজাইন প্রণয়নের জন্য পরামর্শক নিয়োগ চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। অবশিষ্ট ২টি প্রকল্পের ট্রানজেকশন এ্যাডভাইজার নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন আছে।

❖ Accident Research Institute (ARI) ও Roads & Highways Department কর্তৃক নির্ধারিত মোট ২২৭টি (২০৯ + ১৮) Black Spot হতে ঢাকা-আরিচা মহাসড়কে ১০ টি, কেরানীহাট-বান্দরবান মহাসড়কে ৩ টি, চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়কে ৩ টি, ঢাকা-সিলেট মহাসড়কে ৩টি ও অন্যান্য সড়কে ৬টি সহ মোট ২৫টি Black Spot রক্ষণাবেক্ষণ তহবিল হতে বাঁক সরলীকরণ ও প্রশস্ত করণের মাধ্যমে আশংকামুক্ত হয়েছে। জয়দেবপুর-ময়মনসিংহ মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্পে ১০টি এবং ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্পে ৩১টি মোট ৪১টি Black Spot সরলীকরণ ও প্রশস্ত করা হচ্ছে। বাকী ১৬১টি Black Spot সরলীকরণ ও প্রশস্ত করার জন্য ১৭৮ কোটি টাকা ব্যয়ে **ইম্প্রুভমেন্ট অফ ব্ল্যাক স্পট অন ন্যাশনাল হাইওয়েজ শীর্ষক প্রকল্পের** DPP প্রণয়ন করে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে।

❖ সড়ক ও সেতুর স্থায়ীত্ব বৃদ্ধির লক্ষ্যে সড়ক নেটওয়ার্কের ৮টি স্থানে এক্সেললোড কন্ট্রোল স্টেশন স্থাপন করে মোটরযানের এক্সেললোড নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র পরিচালনা সংক্রান্ত নীতিমালা, ২০১২ অনুযায়ী পরিচালনা করা হচ্ছে। সড়ক নেটওয়ার্কের গুরুত্বপূর্ণ আরও ৮টি স্থানে এক্সেললোড কন্ট্রোল স্টেশন স্থাপনের কার্যক্রম চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।

❖ সওজ অধিদপ্তরের আওতাধীন জাতীয় ও আঞ্চলিক মহাসড়ক এবং জেলা সড়কের ব্যয় সাশ্রয়ী নিরাপদ পরিবেশ বান্ধব সমন্বিত সড়ক নেটওয়ার্ক উন্নয়ন ও সংরক্ষণের লক্ষ্যে ২০ বছর মেয়াদী একটি সড়ক মহাপরিকল্পনা (Road Master Plan) প্রণয়ন করা হয়। সে অনুযায়ী পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন সড়কের উন্নয়ন ও সংরক্ষণ কাজ গ্রহণ করা হচ্ছে।

❖ সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর এর আওতায় ৫০টি ফেরিঘাট ও ১৩৫টি ফেরি সার্ভিসের মাধ্যমে সড়ক নেটওয়ার্কের সড়ক বিচ্ছিন্ন স্থানে যোগাযোগ ব্যবস্থা চালু রাখা হয়েছে। বিদ্যমান ঘাট ও ফেরীর উন্নয়নের লক্ষ্যে ১২৯ কোটি টাকা ব্যয়ে ৫১টি ফেরি ও ৩১টি পন্টুন পুনঃ নির্মাণ, ১০টি ফেরি ও ৬টি পন্টুন নতুন সংগ্রহ, প্রোপালশন ইউনিটসহ ১৭টি নতুন ইঞ্জিন সংগ্রহ এবং ১৫টি ইঞ্জিন ওভার হোলিং করা হচ্ছে।

❖ প্রতিটি সড়ক ডিভিশনে প্রতি অর্থবছরে ২ কিলোমিটার করে সড়কের পাশে বৃক্ষরোপণ করা হয়। এছাড়া সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আওতাধীন সড়ক নেটওয়ার্কের মিডিয়ানে, অফিস প্রাঙ্গণ ও পরিদর্শন বাংলোর ফাঁকা স্থানে ফলজ, বনজ ও ঔষধি বৃক্ষরোপণ এবং সৌন্দর্যবর্ধক বাগান তৈরী করা হয়। প্রয়োজনীয় বৃক্ষের চারা যোগান দেয়ার লক্ষ্যে বিভিন্ন ডিভিশন/সার্কেলে নার্সারী স্থাপন করা হয়েছে।

বাংলাদেশ সড়ক পরিবহণ কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ)

আধুনিক, নিরাপদ, পরিবেশ বান্ধব ও তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর সড়ক পরিবহণ ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহণ কর্তৃপক্ষের প্রাতিষ্ঠানিক ও কারিগরী দক্ষতা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি করা হয়েছে।

বিআরটিএ এর প্রধান কর্মকান্ড:

- ❖ মোটরযানের যাবতীয় কর ও ফি অনলাইন ব্যাংকিং পদ্ধতিতে আদায় কার্যক্রম ১৪ নভেম্বর ২০১০ তারিখে শুরু করে ডিসেম্বর ২০১৩ পর্যন্ত মোট ২ হাজার ২২০ কোটি ৭৪ লক্ষ ৯২ হাজার ১৩১ টাকা আদায় করা হয়েছে। ক্রেডিট/ডেবিট কার্ডের মাধ্যমে ঘরে বসেও মোটরযানের কর ও ফি পরিশোধ করা যায়।

- ❖ মোটরযানের রেট্রো-রিফ্লেক্টিভ নাম্বারপ্লেট, রেডিও ফ্রিক্যুয়েন্সি আইডেনটিফিকেশন (আরএফআইডি) ট্যাগ ও ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট নভেম্বর ২০১২ মাসে প্রবর্তন করে ডিসেম্বর ২০১৩ পর্যন্ত মোট ২ লক্ষ ২৪ হাজার ২০৭টি আরএফআইডি ট্যাগ ও রেট্রো-রিফ্লেক্টিভ নাম্বারপ্লেট গাড়ীতে সংযোজন করা হয়েছে।

- ❖ ইলেক্ট্রনিক চিপযুক্ত ডিজিটাল স্মার্ট কার্ড ড্রাইভিং লাইসেন্স অক্টোবর ২০১১ মাসে চালু করে ডিসেম্বর ২০১৩ পর্যন্ত মোট ৫ লক্ষ ৬৩ হাজার ১৮৭ টি লাইসেন্স ইস্যু করা হয়েছে।

- ❖ ঢাকা ও চট্রগ্রাম মহানগরী এবং পার্শ্ববর্তী এলাকায় উন্নতমানের ট্যাক্সিক্যাব সার্ভিস চালু করার নিমিত্ত একাধিক সংস্থা/প্রতিষ্ঠানকে অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। একইসাথে ঢাকা মহানগরীর যাত্রীসেবার মানোন্নয়নে ১০০টি এসি মিনিবাসের রুট পারমিট প্রদানের অনুমোদন দেয়া হয়েছে।

- ❖ দেশে পর্যাপ্ত দক্ষ ড্রাইভিং ইন্সট্রাক্টর না থাকায় ২০১২ সালে দক্ষ ড্রাইভিং ইন্সট্রাক্টর তৈরির বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ১৩১ জনকে ড্রাইভিং ইন্সট্রাক্টর লাইসেন্স এবং ৯৮টি বেসরকারি ড্রাইভিং স্কুলকে রেজিস্ট্রেশন প্রদান করা হয়েছে।

- ❖ ২০১২ সাল হতে সরকারি ও বেসরকারি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় ৬০০ জন দক্ষ পেশাদার মহিলা গাড়ীচালক তৈরির লক্ষ্যে ৫ মাসব্যাপী আবাসিক প্রশিক্ষণ কোর্স চালু করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ৭৫ জন মহিলা সফলতার সাথে প্রশিক্ষণ সমাপনান্তে পেশাদার ড্রাইভিং লাইসেন্স গ্রহণ করেছেন।

- ❖ বিআরটিএ কর্তৃক প্রশিক্ষণ, সচেতনতামূলক প্রচারণা, ডিজিটাল এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রম প্রবর্তন এবং সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর কর্তৃক নিরাপদ সড়ক নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে প্রতিকারমূলক কার্যক্রম গ্রহণের ফলে সড়ক দুর্ঘটনা ব্যাপকভাবে হ্রাস পেয়েছে। সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী সড়ক দুর্ঘটনা বিগত ৫ বছরে ৪০% হ্রাস পেয়েছে।

- ❖ পরিবহণ সেক্টরে অধিকতর শৃংখলা ফিরিয়ে আনা, অবৈধ ও ত্রুটিপূর্ণ যানবাহন অপসারণ, দুর্ঘটনা হ্রাস এবং অতিরিক্ত ভাড়া আদায়ের প্রবণতা রোধে বিআরটিএ'র নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটগণ এবং বিআরটিএ'র চাহিদা অনুযায়ী জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের সহায়তায় নিয়মিতভাবে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয়েছে। গত ৫ বছরে ৩,৬১৮ টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনার মাধ্যমে ৩৬,৪০৩টি মামলা রুজু করা হয়েছে, ২ কোটি ৮৭ লক্ষ ৬২ হাজার ৩ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে, ৬৭৫ জনকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদন্ড প্রদান করা হয়েছে এবং ১,২৫৭টি যানবাহনকে ডাম্পিং স্টেশনে প্রেরণ করা হয়েছে।

বাংলাদেশ সড়ক পরিবহণ কর্পোরেশন (বিআরটিসি)

১৯৬১ সালে প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ সড়ক পরিবহণ কর্পোরেশন (বিআরটিসি) একটি রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থা। স্বাধীনতা যুদ্ধের পর জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর একক প্রচেষ্টায় নতুন আঙ্গিকে প্রতিষ্ঠানটি পুনঃ যাত্রা শুরু করে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বর্তমান মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দিক নির্দেশনায় বিআরটিসি'র যানবহরে নতুনভাবে আধুনিক বাস সংযোজিত হয়েছে।

বিআরটিসি'র প্রধান কর্মকান্ড:

- ❖ বিআরটিসি'র বাস বহরে বিভিন্ন ধরণের ৯৫৮টি নতুন বাস সংযোজিত হয়েছে। তম্মধ্যে পরিবেশবান্ধব ৫৩০টি সিএনজি বাস, ২৯০টি দ্বিতল বাস, ৫০টি আর্টিকুলেটেড বাস ও ৮৮টি একতলা এসি বাস রয়েছে।
- ❖ বাংলাদেশে সর্বপ্রথম ৫০টি আর্টিকুলেটেড বাস চালুর মাধ্যমে যাত্রীসেবায় নতুন মাত্রা যোগ হয়েছে।
- ❖ সংস্থাটি ১৭টি ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে ডেন্টিং, ওয়েল্ডিং, পেইন্টিং ও ড্রাইভিং বিষয়ে ৩১,৩৩০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। তম্মধ্যে মহিলা প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ৪০০ জন। অধিকন্তু প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্প্রসারণের লক্ষ্যে গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গীপাড়ায় একটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র বাস্তবায়নের কাজ চলছে।
- ❖ ঢাকা শহরের ২৬টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীদের যাতায়াতের সুবিধার্থে ১৪টি বাসের মাধ্যমে বিশেষ স্কুল বাস সার্ভিস চালু করা হয়েছে।
- ❖ মহিলাদের যাতায়াতের সুবিধার্থে ২০টি বাসের মাধ্যমে ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ ও গাজীপুরের বিভিন্ন রুটে বিশেষ মহিলা বাস সার্ভিস সম্প্রসারণ করা হয়েছে।
- ❖ ২০০৯ সাল থেকে বিআরটিসি বাস সার্ভিসে ৩টি রুটে মোট ৫৮টি টিকিট কাউন্টারের মাধ্যমে ই-টিকেটিং সেবা প্রদান করা হচ্ছে।
- ❖ সচিবালয়সহ বিভিন্ন সরকারি/বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের অফিসে যাতায়াতের সুবিধার্থে ৪৫টি প্রতিষ্ঠানের বিপরীতে ২১৬টি বাসের সমন্বয়ে ১৭৪ টি রুটে সার্ভিস প্রদান করা হচ্ছে।
- ❖ ঢাকা থেকে ৪৫টি জেলা শহরের সাথে সরাসরি এসি বাস সার্ভিস চালু করা হয়েছে।
- ❖ ঢাকা শহরের ১৮৭টি রুটে ৩৪৪টি একতলা, ২৬৩টি দ্বিতল, ৫০টি আর্টিকুলেটেড এবং ৩০টি একতলা এসি বাস সার্ভিস চালু করা হয়েছে। এ সকল সার্ভিসের মাধ্যমে প্রতিদিন প্রায় ৩ (তিন) লক্ষ যাত্রী সেবা গ্রহণ করছেন।
- ❖ ঢাকার ন্যায় বরিশাল, খুলনা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, সিলেট ও রংপুর বিভাগীয় শহরে মোট ২৩৭টি বাস সিটি সার্ভিসে নিয়োজিত আছে।
- ❖ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীদের যাতায়াতের সুবিধার্থে বিআরটিসি'র বাস বহর থেকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে ৪৭টি বাস উপহার হিসেবে প্রদান করেছেন।
- ❖ নিয়মিত যাত্রীসেবার বাইরে বিআরটিসি ঈদ, হজ্জ, বিশ্ব ইজতেমা ও দেশের যে কোন দূর্যোগকালীন সময়ে বিশেষ বাস সার্ভিস প্রদান করেছে।
- ❖ যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য বিআরটিসি'র বাসে বিনা ভাড়ায় যাতায়াতের সুবিধা সংযোজন করা হয়েছে।
- ❖ মহিলা ও প্রতিবন্ধীদের জন্য প্রতিটি বাসে পূর্বের ৯টি'র স্থলে ১৩টি আসন সংরক্ষণ নিশ্চিত করা হয়েছে।
- ❖ অস্থিতিশীল এবং ঝুঁকিপূর্ণ পরিস্থিতিতেও জনস্বার্থে বিআরটিসি যাত্রী সেবা এবং পণ্য পরিবহণ কার্যক্রম চালু ও অব্যাহত রেখেছে।

ঢাকা পরিবহণ সমন্বয় কর্তৃপক্ষ (ডিটিসিএ)

বৃহত্তর ঢাকার পরিবহণ ব্যবস্থাকে সুষ্ঠু, পরিকল্পিত, সমন্বিত ও আধুনিকায়ন করার লক্ষ্যে ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, গাজীপুর এবং নরসিংদী জেলাকে অন্তর্ভুক্ত করে ঢাকা যানবাহন সমন্বয় বোর্ড বিলুপ্ত করে তদস্থলে ঢাকা পরিবহণ সমন্বয় কর্তৃপক্ষ (ডিটিসিএ) ০২ সেপ্টেম্বর ২০১২ তারিখে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। ডিটিসিএ'র আওতাভূক্ত এলাকায় পরিবহণ সংশ্লিষ্ট যাবতীয় কার্যক্রম ডিটিসিএ সমন্বয় সাধন করছে।

ডিটিসিএ'র প্রধান কর্মকান্ড:

- ২১,৯৮৫.০৭ কোটি টাকা ব্যয়ে উত্তরা ৩য় ফেইজ হতে বাংলাদেশ ব্যাংক পর্যন্ত ২০.১০ কিলোমিটার দীর্ঘ ১৬ স্টেশন বিশিষ্ট উভয়দিকে প্রতি ঘন্টায় ৬০ হাজার যাত্রী পরিবহণে সক্ষম Mass Rapid Transit (MRT) Line-6 (মেট্রোরেল) বাস্তবায়নের কাজ গত ২৭ নভেম্বর ২০১৩ তারিখ শুরু করা হয়েছে। মেট্রোরেল নির্মাণ, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য শতভাগ সরকারি মালিকানাধীন Dhaka Mass Transit Company Limited (DMTCL) গঠন করা হয়েছে।
- হযরত শাহজালাল (রঃ) আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর হতে ঝিলমিল পর্যন্ত Bus Rapid Transit (BRT) Line-3 বাস্তবায়নের লক্ষ্যে রুট সমীক্ষা ও প্রাথমিক নকশা চূড়ান্ত করা হয়েছে। প্রকল্পের Detailed Engineering Design এর কাজ গত ১৭ নভেম্বর ২০১৩ তারিখ শুরু করা হয়েছে।
- ডিটিসিএ পরীক্ষামূলকভাবে e-Ticketing Clearing House প্রতিষ্ঠা করেছে। এতে বিভিন্ন পরিবহণ মাধ্যমে Smart Card ব্যবহার করে ঝামেলামুক্ত ও নিরবচ্ছিন্নভাবে যাতায়াত সম্ভব হচ্ছে। Clearing House এ জমাকৃত অর্থ ব্যবহার অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট অপারেটরদের মধ্যে বিতরণ করা হয়।
- ঢাকা বাস রুট নেটওয়ার্ক পুনর্বিন্যাস এবং পুনর্বিন্যাসকৃত নেটওয়ার্ককে ৫টি অঞ্চলে বিভক্ত করে কতিপয় কোম্পানীর মাধ্যমে বাস সার্ভিস পরিচালনার প্রাথমিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। স্টেকহোল্ডারদের সাথে আরও মত বিনিময় করে বিষয়টি চূড়ান্ত করা হবে।